জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২১ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ৪১ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সম্ভব কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৭শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৪ঠা শ্রাবণ বুধবার ১৩৬৭ ইংরাজী 20th July 1960 | ১০ম সংখ্যা

মনোমত

সুন্দর, সস্তা আর মজবুত

জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির

"রাণী রাসমণি"

শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।

আরতি কটন মিলস্ লিঃ

দাশনগর, হাওড়া।

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৪ঠা শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৬১ সাল।

বাঙ্গাল খেদা

—০—

আসামের অধিবাসীরা বাঙ্গালীদের আসাম হইতে বিতাড়িত করিবার মতলবকে "বাঙ্গাল খেদা" অর্থাৎ বাঙ্গালীদের খেদাইয়া (তাড়াইয়া) দেওয়া নাম দিয়াছে। বাঙ্গলার অধিবাসীরা যদি বাঙ্গালী হন তবে সেই রকম আসামের অধিবাসীদের আসামী বলিলে বিনা অপরাধে মানুষকে আসামী (অপরাধী) বলা হয়, সেইজন্য তাহাদের আসামী না বলিয়া "অসমীয়া" বলা হয় সদ্ব্যবহার করার জন্য। এখন বাঙ্গালীদের উপর আসামীরা যে নারকীয় অত্যাচার করিয়াছে, তাহাতে এই অত্যাচারীদের আসামী বলা অশোভন নয়।

আসামীদের এই পৈশাচিক অত্যাচারের প্রতিবাদে গত ১৬ই জুলাই যে সর্ব্বাত্মক হরতাল হইয়াছে, তাহা দেখিয়া নেতৃবৃন্দ মুগ্ধ হইয়াছেন। আমরা তিনজন বিভিন্ন মতাবলম্বী নেতার এই হরতালের প্রশংসা ও অভিনন্দন নিম্নে প্রদান করিলাম।

পশ্চিম বঙ্গের সর্বত্র শান্তিপূর্ণ হরতাল

নেতৃবৃন্দের অভিনন্দন

পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালনের জন্য জনসাধারণকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া এক বিবৃতি দিয়াছেন। শ্রীপাঁজা বলিয়াছেন যে, কলিকাতা ও পশ্চিম বঙ্গের অন্যান্য জায়গায় ১৬ই জুলাই-এর হরতাল পরিপূর্ণ শান্তিশৃঙ্খলার সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। যদিও অবাঙ্গালীগণ নিগ্রহের আশঙ্কায় ভীত হইয়া উঠিয়াছিলেন কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে কোনরূপ হিংসাত্মক কার্য্যকলাপ অনুষ্ঠিত হয় নাই। বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, অসমীয়াদের বাঙ্গালী নিপীড়নের প্রতিবাদ করিয়া পশ্চিম বঙ্গবাসী যেরূপ শান্তিপূর্ণ ও মর্য্যাদার সহিত হরতাল পালন করিয়াছেন, তাহা সত্যই অভিনন্দনের যোগ্য। পশ্চিম বঙ্গে ও কলিকাতায় শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পশ্চিম বঙ্গ সরকার যে ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার জন্য শ্রীপাঁজা সরকারকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর ধন্যবাদ জ্ঞাপন

আসামে বাঙ্গালীদের উপর বর্বর অত্যাচারের প্রতিবাদে আজ সমগ্র পশ্চিম বঙ্গে যে হরতাল অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে পালন করার জন্য পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বি, সি, রায় কলিকাতা ও পশ্চিম বঙ্গবাসীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া এক বিবৃতি দিয়াছেন। বিবৃতিতে তিনি বলিয়াছেন যে, আসামে বাঙ্গালীদের উপর অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে কলিকাতা ও পশ্চিম বঙ্গবাসী যেরূপ নিষ্ঠা ও সংযমের সহিত তাঁহাদের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহাতে আমি তাঁহাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। এত অত্যাচার সত্ত্বেও তাঁহারা জগতের সম্মুখে এই মহৎ দৃষ্টান্ত তুলিয়া ধরিয়াছেন যে, বাঙ্গালী আজিও পাশব শক্তির স্পর্দ্ধার বিরুদ্ধে বিশ্বাস, শুভবুদ্ধি এবং দৃঢ়তার সহিত দণ্ডায়মান হইয়া হতভাগ্য অত্যাচারিতদের সাহায্যদান করিতে সক্ষম। বিবৃতিতে তিনি আরো বলিয়াছেন যে, যাঁহারা শাসনযন্ত্র এবং আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার সাহায্য করিয়াছেন, সেই সকল কর্মচারীকে, মিলিটারী, নৌ-বিভাগ এবং পুলিশ বিভাগকে শান্তিকামী নাগরিকদের উপর উত্তেজিত জনসাধারণকে কোনরূপ হামলা করিতে না দেওয়ায় আমি তাঁহাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, অন্যান্য যে সকল স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠান, শান্তি মিছিল এবং ব্যক্তিবিশেষ আপন আপন প্রয়াসে হরতালে শান্তিরক্ষায় সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। বিবৃতির শেষে ডাঃ রায় বলিয়াছেন যে, শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালন করার জন্য সকল শ্রেণীর মানুষকে আমার অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি এবং আশা করি আসামে বাঙ্গালী ও অসমীয়াদের মধ্যে পুনরায় সম্প্রীতি ও সদ্ভাব স্থাপিত হইবে। এখন যতশীঘ্র সম্ভব অত্যাচারিত-দের পুনর্বসতির জন্য যথাযথ চেষ্টা করাই আশু প্রয়োজন।

শ্রীজ্যোতি বসুর অভিনন্দন

ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির পশ্চিম বঙ্গ শাখার সম্পাদক শ্রীজ্যোতি বসু শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালনের জন্য পশ্চিম বঙ্গবাসীকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া এক বিবৃতি দিয়াছেন। বিবৃতিতে তিনি বলিয়াছেন যে, শান্তিপূর্ণভাবে সাধারণ ধর্ম্মঘট এবং হরতাল পালনের জন্য আমি পশ্চিম বঙ্গবাসীকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। আসাম সরকার বাঙ্গালী এবং সংখ্যা লঘুদের নিরাপত্তা বিধান না করিতে পারায়, পশ্চিম বঙ্গবাসী এই হরতাল দ্বারা তাহার বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। এই হরতালের দ্বারা পশ্চিম বঙ্গবাসী কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে নিষ্ক্রিয়তা ও ঔদাসীন্য ত্যাগ করিয়া আসামে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বিধান করিয়া আইন ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনার জন্য মত প্রকাশ করিয়াছেন। বিবৃতিতে তিনি আরো বলিয়াছেন যে, পশ্চিম বঙ্গবাসী নিজেদের মধ্যে কোনরূপ বিভেদ সৃষ্টি না করিয়া সকল সম্প্রদায় মিলিয়া সঙ্ঘবদ্ধ ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে প্রতিবাদ ধ্বনিত করিয়াছেন তাহা সত্যই অভিনন্দনের যোগ্য। শ্রী বসু তাঁহার বিবৃতিতে এইরূপ আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার অবিলম্বে আসাম হইতে বাঙ্গালী ও সংখ্যালঘু বিতাড়নের এই ষড়যন্ত্র বন্ধ করিবেন এবং ভারতবর্ষের প্রত্যেক নাগরিক যাহাতে দেশের যে কোন জায়গায় নির্বিবাদে নিজের কাজকর্ম্ম চালাইতে পারেন সেইদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এই ব্যাপারে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করিয়া উপদ্রুত অঞ্চলে অত্যাচারিতদের যথাযথ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা কর্তব্য বলিয়া শ্রী বসু মন্তব্য করিয়াছেন।

ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু

পণ্ডিতজীর সব কাজেই খুব তাড়াতাড়ি করা অভ্যাস! স্বাধীনতা লাভের পর কাশ্মীরে হানাদারদের পলায়ন সময়ে যুদ্ধ বিরতি ঘটাইয়া সব তুরন্ত শেষ করিয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘে মামলা এখনও মিটেনি। চীনা আক্রমণ করিয়া ভারতের অনেক স্থান দখল করিয়া নিলে আর কোন কথা না বলিয়া চুপচাপ রহিলেন, তেমনি আসামে বাঙ্গালী নির্য্যাতন শুনিয়া তাড়াতাড়ি চুপচাপ করিয়া রহিলেন। যখন পশ্চিম বাঙ্গলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় তাঁহাকে (প্রধান মন্ত্রীকে) আসামের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ পত্র দিলেন। তিনি উত্তর দিলেন ১৭ই জুলাই যাচ্ছি—সঙ্গে ইন্দিরাও যাবে।

ইন্দিরা তাঁহার একমাত্র কন্যা পুত্র নাই। সত্য কথা বলিতে গেলে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে শতপুত্র সমা কন্যা বলিলে বেশী বলা হয় না। শ্রীমতী গান্ধী নিখিল ভারতের কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রী। পিতার সঙ্গে আসামে গিয়া যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা পত্রান্তর হইতে উদ্ধৃত করিলাম দেখুন—তাঁহাদের তদন্তের ফল কি কতদূর হইতে পারে। কন্যার কথা শুনিলেই পিতা ও দুহিতার মত একই হওয়া সম্ভব।

প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর কন্যা কংগ্রেসের প্রাক্তন প্রেসিডেণ্ট শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী গত ১৭ই জুলাই তেজপুরের টাউন হলে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, কোন লোকের দোষ অনুসন্ধান করিতে তিনি সেখানে যান নাই। শান্তি ও সকল লোকের মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠা করিতে সাহায্য করিতে তিনি সেখানে গিয়াছেন। শ্রীমতী গান্ধী অত্যাচারী ও অত্যাচারিতদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার মহান্ উদ্দেশ্য লইয়া তাঁহার পিতার সহিত আসামে গিয়াছেন। কিন্তু কাহারা বাঙ্গালীদের উপর অত্যাচার করিয়াছে এবং করিতেছে তাহা জানা বা সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজনীয়তা এবং অত্যাচারীদিগকে তিরস্কার করার প্রয়োজনীয়তাও তিনি অনুভব করেন নাই। তিনি আসামের বাঙ্গালীদের মনে আস্থা ও শান্তির ভাব ফিরাইয়া আনিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। যাহারা বাঙ্গালী নরনারীর উপর নৃশংস অত্যাচার করিয়াছে, তাহাদের শাস্তিবিধানের যদি ব্যবস্থা না হয়, অত্যাচারের প্রতীকার যদি করা না হয়, যদি অত্যাচারী এবং অত্যাচারিতকে সমপর্য্যায়ভুক্ত করিয়া পরস্পর শান্তিতে বাস করিতে বলা হয়, যদি অত্যাচারীর প্রতি অত্যাচারিতকে আস্থা ফিরাইয়া আনিতে বলা হয়, তাহা হইলে অত্যাচারিতের মনে আস্থা কিরূপে ফিরিয়া আসিবে এবং আসিতে পারে, তাহা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা শ্রীমতী গান্ধীর নাই। আসামে বাঙ্গালী নরনারী যে ভয়াবহ নৃশংসতার সম্মুখীন হইয়াছে, সে সম্বন্ধে বাস্তব কোন অভিজ্ঞতাও তাঁহার নাই। থাকিলে এইরূপ ঢালাও উপদেশ তিনি দিতে পারিতেন না। অত্যাচারী এবং অত্যাচারিতকে পরস্পর শান্তিতে বাস করিতে বলিলে বাঘের পেটে ছাগল প্রবেশ করিলে বাঘে-ছাগলে যেরূপ শান্তি স্থাপিত হয়, শুধু সেইরূপ শান্তি স্থাপিত হওয়াই সম্ভব হইতে পারে।

বাঙ্গালী-বিদ্বেষ প্রচারের অভিযোগে এস আর গোয়েঙ্কা গ্রেপ্তার

মিথ্যা গুজব রটনার জের

কলিকাতার মার্চেণ্টস চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি শ্রীএস আর গোয়েঙ্কাকে শনিবার কলিকাতা পুলিশ মিথ্যা গুজব রটনা, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি প্রভৃতি অভিযোগে পশ্চিম বঙ্গ নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করিয়াছে। গ্রেপ্তারের পর তাঁহাকে অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীআর এন দত্তের এজলাসে হাজির করা হয়। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, আসামী মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের লোকদিগকে সুপরিকল্পিতভাবে বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচারের জন্য উত্তেজিত করিতেছিল। আরও অভিযোগ করা হইয়াছে যে, আসামী বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ মহলে মিথ্যা তারবার্তা প্রেরণ, সভানুষ্ঠান ও প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষমূলক গুজব ছড়াইতেছিল। তাহার কার্য্যকলাপ এমনই অন্তর্ঘাতী হইয়া পড়িয়াছিল যে, আসামী পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যের স্থায়িত্ব নিরাপত্তা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিপন্ন করিয়া তুলিতেছিল। আরও অনুসন্ধান সাপেক্ষে ২৯শে জুলাই পর্য্যন্ত আসামীকে ২ হাজার টাকা জামিনে খালাস দেওয়া হইয়াছে।

স্বর্গতঃ কান্তকবির একটি ব্যঙ্গ রচনা নিম্নে প্রকাশ করিলাম। ইহাতে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা অনেকটা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

বাঙ্গালের বৈরাগ্য

চারদিক্‌থনে, পাগ্‌লা, তরে ঘির‍্যা ধোরচে পাপে;
অ্যাহন, মইষের সিঙ্গে গুত্তা মারবো,
বাচাইবো কোন্ বাপে ?
(তোর) হইয়্যা গ্যাচে নিঃশ্বাস বন্দ ;
মুখ ফিরাইচেন কৃষ্টচন্দ্র ;
(আর) তরে কি বাচাইয়্যা তুলবো,
হরিনামের ছাপে ?
(তুই) রাজা হৈয়্যা বোস্‌চস্ তক্তে,
নাইয়্যা উঠচস মা'নুষের রক্তে,
(আর) থর্‌থরাইয়্যা কাইপ্যা উঠ্‌চে,
পিরথিমি তর্ দাপে !
(ক') আজ ক্যান্ পাগ্‌লা ছাহে আগুন ?
পুর‍্যা হইচস্ পোরাবাগুন ?
(ঐ) ঘির‍্যা বোস্‌চে শিয়াল সগুন,
কোন্ বা খ্যাব্ তার শাপে ?

খসড়া ভোটার তালিকা

৩১—সুতি বিধান সভা নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের ১৯৬০ সালের খসড়া ভোটার তালিকা ১৫।৭।৬০ তারিখে সুতি থানা অফিসে প্রকাশ করা হইল। ইউনিয়ন সংশ্লিষ্ট একপ্রস্থ খসড়া ভোটার তালিকা ইউনিয়ন বোর্ড অফিসেও উক্ত তারিখে প্রকাশিত হইল। উক্ত ভোটার তালিকা জনসাধারণের দেখিবার নিমিত্ত আগামী ১৪।৮।৬০ তারিখ পর্য্যন্ত উক্ত অফিসসমূহে পাওয়া যাইবে। উল্লিখিত খসড়ায় কোনপ্রকার আপত্তি বা কোন দাবী থাকিলে তাহা নিম্নলিখিত এলাকার জন্য নিম্নলিখিত অফিসার কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে। ১। সুতি থানার অন্তর্গত সমস্ত ইউনিয়নের জন্য—ব্লক ডেভেলপ্‌মেণ্ট অফিসার, সুতি ২নং। ২। নওপাড়া এবং নিমতিতা ইউনিয়নের জন্য—ব্লক ডেভেলপ্‌মেণ্ট অফিসার, সামসেরগঞ্জ।

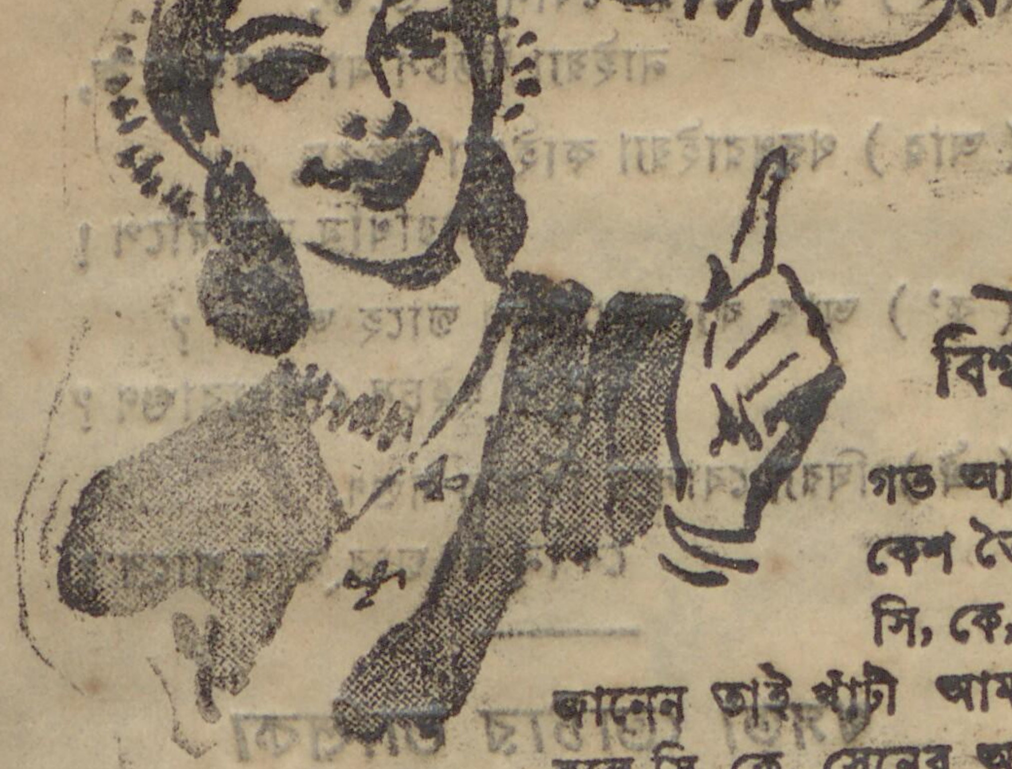

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্ট ইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১১

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকার আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১।৹ টাকা ও মাশুলাদি ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেন্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

শ্রীঅরুণ

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

ফটো তোলা, ফটো ওয়াশ, প্রিন্ট ও এন্লার্জ করা, সিনেমা স্লাইড তৈরী প্রভৃতি যাবতীয় কাজ এবং নানাপ্রকার ছবি ও স্কেচিং সুন্দররূপে প্রদান হয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।